JUN 11 2002

দৈনিক ইনকিলাব

বর্ণময় যশোর-এর কার্যক্রম শেষ হলেও অভয়নগরকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারেনি

নজরুল ইসলাম মল্লিক ।। অভয়নগর উপজেলার সার্বিক সাক্ষরতা আন্দোলন বর্ণময় যশোর-এর চূড়ান্ত পর্বের কার্যক্রম শেষ হয়েছে ১১ জুলাই ২০০১। কিন্তু হাতেগোনা কয়েকজন লোক ছাড়া সবাই রয়েছে আগের অবস্থায় অর্থাৎ নিরক্ষর। সে কারণে সরকার ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে চালু করেছে অব্যাহত শিক্ষা। এই অব্যাহত শিক্ষা চলবে তিন মাস। ক্লাস হবে প্রতি কেন্দ্রে সপ্তাহে একদিন। প্রতি ওয়ার্ডে একজন পুরুষ ও একজন নারী মোট দু'জন শিক্ষক থাকবে। এরা দু'জন প্রতি কেন্দ্রে ঘুরে ঘুরে ক্লাস নেবে। ওদিকে চূড়ান্ত পর্বের পরীক্ষা শেষ হলেও এক মাসের বেতন বাকি রয়েছে সকল শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের। এই এক মাসের বেতন না পেয়ে অনেকেই ভোগান্তির শিকার হয়েছেন। ওই অব্যাহত শিক্ষার সুপারভাইজাররা শিক্ষক নিয়োগ করছেন তাদের ইচ্ছামত বলে অনেক শিক্ষক অভিযোগ করলেন। ২০০০ সালের ১ জুলাই থেকে ছয় মাসের এ কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু শিক্ষার কার্যক্রম শুরুর আগে প্রস্তুতি ভাল না নেয়ায় বন্যার কারণে মাঝখানে চার মাসের বিরতি, মনিটরিংয়ের অভাব, ব্যাপক অনিয়ম, শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা, শিক্ষক ও সুপারভাইজারদের নিয়মিত ভাতা প্রদানে অপারগতা– সর্বোপরি বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে গৃহীত সরকারের বিশাল বাজেটের এই কর্মসূচী কার্যত ব্যর্থই হয়েছে। সূত্রে জানা যায়, অভয়নগরের বর্ণময় যশোরের আওতায় মোট শিক্ষার্থী ছিল ৩৫ হাজার ২৫০ জন। এর মধ্যে পুরুষ ছিল ১৫ হাজার ৪৫০ জন, আর মহিলা ছিল ১৯ হাজার ৮০০ জন। শিক্ষকের সংখ্যা ছিল ১ হাজার ১৭৫ জন এবং সুপারভাইজার ছিল ৮৭ জন। সার্বিক অবস্থা মনিটরিংয়ের জন্য ছিল ১২ জন ট্যাগ অফিসার। এছাড়া ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের ছিল বিভিন্ন কমিটি।

সরকারের লাখ লাখ টাকা এই প্রকল্পে খরচ হলেও কোন সফলতা আসেনি। শিক্ষার হার বৃদ্ধি পায়নি। সরেজমিন ঘুরে দেখা গেছে, অধিকাংশ কেন্দ্রই থাকত বন্ধ। পুরুষ কেন্দ্র বন্ধ থাকত বেশী। প্রতিটি পুরুষ কেন্দ্রে ছয়টি হারিকেন দেয়ার কথা থাকলেও অধিকাংশ কেন্দ্রে হারিকেনের স্বল্পতা ছিল। তাছাড়া উপজেলা থেকে প্রতিটি পুরুষ কেন্দ্রে ২২৫ টাকা কেরোসিন তেল বাবদ দেয়া হলেও শিক্ষকরা পেয়েছেন ১৯০ টাকা।

মনিটরিংয়ের অভাবেই কেন্দ্রগুলো বন্ধ ছিল। আর যেসব কেন্দ্র খোলা থাকত তাতে উপস্থিতির সংখ্যা ছিল খুবই কম। এ সকল কারণে নিরক্ষরতা দূরীকরণে অভয়নগরের কার্যক্রম একেবারেই ভেঙে গেছে প্রথমবার। যে কারণে ২০০২ সালের জানুয়ারী থেকে শুরু হয়েছে অব্যাহত শিক্ষার বেঁধে দেয়া সময় ছিল তিন মাস, যা বর্তমানে শেষের পথে। কিন্তু এতেও কোন সফলতা আসেনি। আগের মতই ১০০% কেন্দ্রই বন্ধ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত কোন সাড়া নেই। অনেক শিক্ষার্থী জানেই না যে, অব্যাহত শিক্ষা চালু হয়েছে। কোন কোন এলাকায় এ কার্যক্রম হয়নি। সুতরাং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গৃহীত অভয়নগরের বর্ণময় যশোর অভয়নগরকে নিরক্ষরমুক্ত করতে পারেনি।